‘সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে’

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সরকার সর্বাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ ও এদেশের কৃষকেরাও বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি। এটি মোকাবিলায় সরকার কৃষিখাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভর্তুকিসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ রবিবার সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচ্যাম) বাংলাদেশ কর্তৃক কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাস্তিক কৃষকের মাঝে সহায়তা কার্যক্রম অনলাইনে উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

অ্যামচ্যামের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার, সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. ফারুক আহমেদ প্রমুখ । অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অ্যামচ্যামের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, খাদ্য আমদানি করতে না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা দুর্যোগের মাঝেও লক্ষ্যমাত্রার অধিক বোরো ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে আউশ ধান বীজ, আমন ধান বীজ ও

পাট বীজ কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আমনে ও রবি মৌসুমে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সব সময়ই সহযোগিতা করে আসছে। অ্যামচ্যামের এই কর্মসূচি এ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে। সিরাজগঞ্জ বন্যা কবলিত এলাকার কৃষকেরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হবে। কৃষিমন্ত্রী এসময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও অ্যামেরিকান চেম্বার অব কমার্সকে (অ্যামচ্যাম) ধন্যবাদ জানান।

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) নিজেদের দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে কোভিড- ১৯ মহামারির সংক্রমণে আক্রান্ত প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য ‘কৃষকদের জন্য সহায়তা’ কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছে। যাতে কৃষকেরা নিজ নিজ পরিবারের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

গণস্বাস্থ্যের ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন পজিটিভ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট নিয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আলোচনা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে পজিটিভ। আজ রবিবার দুপুরে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রর কভিড-১৯ র্যাপিড ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার একথা বলেন।

তিনি বলেন, পুনরায় এক্সটার্নাল ভেরিফিকেশন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। তারা পজিটিভ। ওনারা বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমাধান করে দেবেন। আমরাও আশাবাদী।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার ও কিট উন্নয়ন দলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে (ডিজিডিএ) যান।

ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার বলেন, ডিজিডিএ আমাদের কথা ইতিবাচকভাবে শুনেছে। অ্যান্টিবডির বিষয়ে ইন্টারনাল ভ্যালিডেশন রিপোর্টকে আমলে এনে নিবন্ধনের অনুরোধ করেছিলাম। ডিজিডিএ বিদ্যমান সরকারি নিয়মে আবার সিআরওর মাধ্যমে ইউএস এফডিএ (ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আমব্রেলা গাইডলাইন্স এক্সটারনাল ভ্যালিডেশন করতে বলেছেন। এজন্য আমাদের আবেদিত রি-এজেন্টের (কিট) জন্য এনওসি দেবেন। অ্যান্টিজেনের নীতিমালা আগামী বুধবার চূড়ান্ত হবে। একটা ফরমেট পাঠাবেন। ওটা অনুযায়ী প্রটোকল আপডেট করে জমা দিতে বলেছেন।

শনিবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এক পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডা. জাফরুল্লাহর বরাত দিয়ে বলা হয়, ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক আগামীকাল (রবিবার) জিকে-র (গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র) আপডেটেড অ্যান্টিবডি কিটের তথ্য-উপাত্ত জানতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের ডেকেছেন।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মারা গেলেন আরো ৫৫ জন, শনাক্ত ২,৭৩৮

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৭৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন।

আজ রবিবার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বুলেটিন প্রকাশে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশে আরো ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা ৩৭ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। এঁদের বয়স

০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ১২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৫২ জনের।

এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষ এক হাজার ৬২৪ জন এবং নারী ৪২৮ জন। আর বয়স বিবেচনায় এ পর্যন্ত যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা ০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩১১ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৯৩ জন এবং ষাটোর্ধ ৮৯০ জন।

জানানো হয়, নতুন যে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ঢাকা বিভাগের ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগের একজন, খুলনা বিভাগের ছয়জন, বরিশাল বিভাগের পাঁচজন, সিলেট বিভাগের দুইজন এবং রংপুর বিভাগের আটজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের একজন। হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় ১৪ জন।

বিভাগ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিভাগে এক হাজার ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগের ১০২ জন, খুলনা বিভাগের ৮৮ জন, বরিশাল বিভাগের ৭২ জন, সিলেট বিভাগের ৮৬ জন, রংপুর বিভাগের ৬১ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৯ জন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯০৪ জন। এ নিয়ে দেশের করোনা সংক্রমণ থেকে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২ হাজার ৬২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৩ হাজার ৯৬৪টি। একই সময় পূর্বের নমুনাসহ পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৮টি। এর মধ্যে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে দুই হাজার ৭৩৮ জনকে। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ ৬২ হাজার ৪১৭ জন। আর এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লাখ ৪৬ হাজার ৬২টি।

সারা দেশের করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্যে বলা হয়, ঢাকা মহানগরীতে করোনা রোগীদের জন্য সাধারণ শয্যার সংখ্যা ছয় হাজার ৭৫টি এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ১৪৯টি, সারা দেশে সাধারণ শয্যার সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, সারা দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৪০১টি এবং সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের

সংখ্যা ১১ হাজার ৭৮৫টি।

আইসোলেশন প্রসঙ্গে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে আরো ৪৪৯ জনকে। একইসময় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৮৩ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন ৩০ হাজার ৮৭২ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৭ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৭১৫ জন।

কোয়ারেন্টিন প্রসঙ্গেও তথ্য দেওয়া হয় বুলেটিনে। বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন দুই হাজার ৮৮৭ জন। একইসময় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৫৩৫ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন মোট তিন লাখ ৭৭ হাজার ৩২ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ ১২ হাজার ৫৩০ জন। ছাড়ের পর বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৪ হাজার ৫০২ জন।

সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে সেবা প্রদান যায় বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

বুলেটিনে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়ন এবং আইইডিসিআর’র হটলাইনে কল এসেছে এক লাখ ৬০ হাজার ৫৮৮টি। এ নিয়ে এ পর্যন্ত হটলাইনে এক কোটি ৪৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব কলে সবাইকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ-এ অনলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ১৬ হাজার ৪১৪ জনে। এ ছাড়া বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হটলাইনে চার হাজার ২১৭ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

মাস্ক পরার শর্তে এডিট বাটন আনবে টুইটার

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটার জানিয়েছে, মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সবাই মাস্ক পরে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করলেই প্ল্যাটফরমে বহু প্রতীক্ষিত এডিট বাটন যোগ করা হবে।

বেশ কয়েকটি টুইট বার্তায় মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ‘সবাই মাস্ক পরলে, আপনারা একটি এডিট বাটন পেতে পারেন’।

‘সবাই মানে সবাই’- বলছে প্রতিষ্ঠানের আরেক টুইটে।

দুর্ঘটনাবশত ভুল বানানে টুইট করে ফেললে লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এডিট বাটনের প্রত্যাশা গ্রাহকের বহু দিনের। এর আগে প্রতিষ্ঠানপ্রধান জ্যাক ডরসি বলেছেন, ‘সম্ভবত’ এডিট বাটন কখনই আসবে না। সম্প্র্রতি ডরসি বলেন, ‘আমরা এসএমএস, টেক্সট বার্তা সেবা হিসেবে শুরু করেছি। আর আপনারা সবাই জানেন, একবার বার্তা পাঠালে আপনি আর সেটি ফেরত পাবেন না। শুরুর দিকে আমরা এ আবহ এবং অনুভূতিই ধরে রাখতে চেয়েছি’।

এডিট বাটনের জন্য টুইটারের নতুন পরিকল্পনায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেক গ্রাহক। টুইট বার্তায় ডৌগ সন্ডারস নামের এক গ্রাহক বলেন, ‘ওকে, টুইটার এখন আমাকে মাস্ক না পরার একটি কারণ দিয়েছে’।

হার্ট সুস্থ রাখতে যা করবেন

দেশে প্রতি বছর হৃদরোগে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। তবে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ও ব্যায়াম আপনাকে সুস্থ রাখতে পারে ও কমাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি।

সম্প্রতি একটি পরীক্ষায় থেকে জানা গেছে, নিয়মিত ব্যায়াম শুধু

স্বাস্থ্য ভালো রাখে তা নয়, হৃদরোগ থেকেও বাঁচায়।

সুস্থ কার্ডিও-রেসপিরেটরি ক্রিয়া ও গ্রিপ-স্ট্রেংথ থাকলে তা যে কোনো সাধারণ মানুষ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য ভালো।

কার্ডিও-রেসপিরেটরি ক্রিয়া ভালো থাকলে করোনারি হার্টের ব্যাধি আর আর্টেরিয়াল ফাইব্রিলেসনের ঝুঁকি কমে।

নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক ডায়েট মেনে চললে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়।

যেসব খাবার হার্টের জন্য ভালো-

১. ওটস কলেস্টেরলকে কমিয়ে দিতে পারে, যা হৃদরোগ থেকে বাঁচায়।

২. বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট, যা শরীরের জন্য ভালো। বাদাম ধমনীকে প্রদাহ থেকে বাঁচায়।

৩. লেগুম বীজে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রোটিন ফাইবার। এতে থাকা ফোলেট রক্তে প্লেটলেটের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. খেতে পারেন তিসির বীজ। এতে রয়েছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফাইবার, যা হার্ট সুস্থ রাখে।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

ঘরেই তৈরি করুন টমেটো ও মাংসের মজাদার সস

পাস্তা কিংবা স্পেগেটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য ঘরেই তৈরি করতে পারেন টমেটো ও মাংসের মজাদার মিট সস।

এই সস চার দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন।

আসুন জেনে নিই রেসিপি-

উপকরণ

মাংসের কিমা আধা কেজি, অলিভ অয়েল পরিমাণমতো, পেঁয়াজ একটি (কুচি), গাজর ১টি (কুচি), রসুন ৪ কোয়া (কুচি), শুকনো বেসিল ২ টেবিল চামচ, শুকনো অরিগ্যানো আধা চা চামচ, টমেটো পিউরি ৩ কাপ।

গোলমরিচের গুঁড়া, পাপরিকা ও চিলি ফ্লেকস সামান্য, লবণ স্বাদমতো ও ধনিয়াপাতা ২ চা চামচ

প্রণালি

প্রথমে অলিভ অয়েল গরম করে মাংসের কিমা মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। বাদামি হয়ে গেলে উঠিয়ে রাখুন। এর পর একই প্যানে পেঁয়াজ, রসুন ও গাজর কুচি দিয়ে ভাজুন ৫ মিনিট। ভাজা মাংস দিয়ে নেড়ে নিন।

টমেটো পিউরি, আধাকাপ পানি, স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিন। শুকনো অরিগ্যানো, শুকনো বেসিল, পাপরিকা ও ধনিয়াপাতা দিন। কম আঁচে রান্না করুন।

ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রেখে দিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দেবেন। ঘন হয়ে গেলে ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে নামিয়ে নিন।

কোভিড-১৯: চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে আক্রান্ত ৫ হাজার ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ মহামারীতে চিকিৎসক-নার্সরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশে প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ৬১ জন। করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, সারা দেশে চিকিৎসক, নার্স ও

স্বাস্থ্যকর্মী প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৬৯৪ চিকিৎসক, ১ হাজার ৩৪৪ জন নার্স এবং ১৯১৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনাকালে সংক্রমিত হওয়া চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে অনেকে সুস্থ হয়ে ইতিমধ্যে কাজে ফিরেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা যাওয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন বিএমএম সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও মহাসচিব ইহতেশামুল হক চৌধুরী।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ডেকেছে ঔষধ প্রশাসন

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিট নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের আলোচনার জন্য ডেকেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর। রোববার এ আলোচনা হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও কোভিড-১৯ র্যা পিড ডট ব্লট কিট প্রকল্পের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খোন্দকার।

তিনি বলেন, আলোচনার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম। তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল দিয়েছেন। অ্যান্টিবডি কিট ফল প্রকাশপরবর্তী বৈঠকের জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে।

গণস্বাস্থ্যকে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরে ডাকার বিষয়টি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দফতর প্রধান জাহাঙ্গীর আলম মিন্টুও জানিয়েছেন। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডা. জাফরুল্লাহর ঘনিষ্ঠ মিন্টু বলেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক রোববার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আপডেটেড অ্যান্টিবডি কিটের তথ্য-উপাত্ত জানতে কর্মকর্তাদের ডেকেছেন। আজ ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর যদি কিটের অনুমতি দেয় তা হলে গণস্বাস্থ্য ১৫ দিনের মধ্যে ৫০০০ অ্যান্টিবডি কিট তৈরি করবে। গণস্বাস্থ্যের গবেষকরা এরই মধ্যে ঔষধ প্রশাসনের

নির্দেশিকা বজায় রাখার জন্য অ্যান্টিবডি কিট আপডেট করেছে বলেও জানান মিন্টু।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহর চৌধুরী কিটের বিষয়ে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবে এবং অনুমতি দেবে বলে আশাবাদী বলে জানান মিন্টু।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘কিট উন্নয়ন দলের প্রধান বিজ্ঞানী বিজন কুমার শিলের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, তারা কিটের সংবেদনশীলতা আরও বৃদ্ধি করেছে। এখন এটি অ্যান্টিবডিটিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে শনাক্ত করতে পারে। বিজন শীল আরও বলেছিলেন যে, ডিজিডিএ ৯০ শতাংশ সংবেদনশীলতা এবং ৯৫ শতাংশের সুনির্দিষ্টতা নির্ধারণ করেছে যে, অনুমোদনের জন্য জিকে কিটটি অবশ্যই অর্জন করবে।
সূত্র- যুগান্তর

বিশ্বকেপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং! অবশেষে মুখ খুলল আইসিসি

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উত্তাল ক্রিকেট মহল। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মাহিন্দানন্দ অতুলগামাগ। সেবারের বিশ্বকাপ ফাইনাল ‘বিক্রি’ হয়ে গিয়েছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের সময় শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন মাহিন্দানন্দ। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, শ্রীলঙ্কা অনায়াসে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ জিততে পারত। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবেই ফাইনালে হার মানেন জয়াবর্ধনেরা।

শ্রীলঙ্কার পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। ওই ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির তারকাদের ডেকে পাঠানো হয়। মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার

সাঙ্গাকারা, অরবিন্দ ডি সিলভার মতো শ্রীলঙ্কার তারকাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা পুলিশ জানিয়ে দেয়, ওই ম্যাচ নিয়ে তদন্ত তারা বন্ধ করছে। কারণ ফিক্সিংয়ের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।
তবে এতদিন পর্যন্ত আইসিসি এই নিয়ে কোনো কথা বলেনি। ওই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় দল। শ্রীলঙ্কা পুলিশের তদন্তকারী দল তদন্ত বন্ধ করার ঘোষণা করার পরই এবার মুখ খুলল আইসিসি। ওই ম্যাচে দলে চারটি পরিবর্তন এনেছিল শ্রীলঙ্কা টিম ম্যানেজমেন্ট। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল। ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেন হঠাৎ করে চার জন ক্রিকেটারকে বদলি করতে গেল টিম ম্যানেজমেন্ট! এতদিন পর আবার সেই প্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে আইসিসি জানিয়েছে, চারটি পরিবর্তন কেন করা হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে শ্রীলংকার তৎকালীন টিম ম্যানেজমেন্ট। আর সেই ব্যাখ্যায় তারা সন্তুষ্ট।

আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ওই বিশ্বকাপ ফাইনালের ম্যাচ ফিক্সিং হয়েছিল বলে কোনও প্রমাণ নেই। আর তাই অকারণ সন্দেহ করার কোনও মানে নেই। ভারতের কাছে শ্রীলঙ্কা দল বিশ্বকাপ বিক্রি করেছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, ”এই মুহূর্তে এমন কোনো তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি যা প্রমাণ করে যে ওই ম্যাচে ফিক্সিং হয়েছিল। আইসিসি দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে তদন্ত শুরু করার কোনও কারণ নেই। ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল যোগ্য দল হিসেবে জিতেছিল ভারতীয় দল। এই ধরনের অভিযোগগুলো আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি।”

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দর্শনা থেকে ২৪ বোতল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]